উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩১ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ ।। ২৯ মে ২০১৯।।
সময় : সকাল ১১.০০ টা
স্থান : ডিএনসিসি নগর ভবন, লেভেল-৮, প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা
সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-১	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম মন্ত্রী পদমর্যাদা লাভ করায় অভিনন্দন জ্ঞাপন**
আলোচনা	:	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮ মে ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০০৮.১৯.১৫৭ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম মন্ত্রী পদমর্যাদা লাভ করায় ডিএনসিসি'র সকল কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২	:	বিগত ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ৩০তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে
আলোচনা	:	বিগত ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ৩০তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	৩০তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**৩০তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি**
আলোচনা	:	সভায় ৩০তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	৩০তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**মহাখালী মার্কেটের সালামী পুনঃনির্ধারণ ও কারওয়ান বাজার ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের ধার্যকৃত ৮০% সালামী বাতিলের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জানান যে, কারওয়ান বাজার মার্কেটটি দ্রুত নতুন ৩টি মার্কেটে শিফট/স্থানান্তর করার নিমিত্ত ০৫/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মহোদয় কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য ধার্যকৃত ৮০% সালামীর বিষয়টি বাতিলের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য ডিএনসিসিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া গত ১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ দোকান বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনসিসি মার্কেট মহাখালীর সালামী পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত	:	১. কারওয়ান বাজার মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সালামী ব্যতিরেকে নবনির্মিত মহাখালী, আমিনবাজার ও যাত্রাবাড়ি মার্কেটে স্থানান্তর/ শিফট করার অনুমতি চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. দোকান বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ডিএনসিসি'র মহাখালী মার্কেটের সালামী পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**বনানী কবরস্থানে মরহুম কাজী গোলাম রসুল এর কবরটি স্থায়ী সংরক্ষণ প্রসঙ্গে**
আলোচনা	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন বনানী কবরস্থানের রোড নং-২, লেন নং-৩, কবর নম্বর-৩২ এ বিগত ১১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দাফনকৃত মরহুম কাজী গোলাম রসুল, পিতা-মরহুম কাজী মকবুল আহমেদ এর কবরটি দাফনের তারিখ হতে ২৫ বছরের জন্য ১৫.০০ লক্ষ (পনের লক্ষ) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সংরক্ষণ করার অনুমোদন করা হয়। বিগত ০১.০২.২০১৫ খ্রি: তারিখে বর্ণিত কবর ২৫ বছর মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে ১৫.০০ লক্ষ (পনের লক্ষ) টাকা (যমুনা ব্যাংক, শান্তিনগর শাখা পে-অর্ডার নম্বর ১৪৫৯০০৯, তারিখ ০১.০২.২০১৫) জমা প্রদান করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পেশাগত জীবনে কাজী গোলাম রসুল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা ও দায়রা জজ পদে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা জেলার জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার ঐতিহাসিক বিচারকার্য সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বনানী কবরস্থানের রোড নং-২, লেন নং-৩, কবর নম্বর-৩২ এ বিগত ১১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দাফনকৃত মরহুম কাজী গোলাম রসুল, পিতা-মরহুম কাজী মকবুল আহমেদ এর ২৫ বছর মেয়াদী সংরক্ষিত কবরটি স্থায়ী সংরক্ষণ করার আবেদন করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার ঐতিহাসিক বিচারকার্য সম্পাদন করাসহ পেশাগত জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় বনানী কবরস্থানে দাফনকৃত মরহুম কাজী গোলাম রসুল, পিতা-মরহুম কাজী মকবুল আহমেদ এর ২৫ বছর মেয়াদী সংরক্ষিত কবরটি বিনামূল্যে স্থায়ী সংরক্ষণের অনুমতি প্রদানসহ জমাকৃত ১৫.০০ লক্ষ (পনের লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার ঐতিহাসিক বিচারকার্য সম্পাদন করাসহ পেশাগত জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় বনানী কবরস্থানে দাফনকৃত মরহুম কাজী গোলাম রসুল, পিতা-মরহুম কাজী মকবুল আহমেদ এর ২৫ বছর মেয়াদী সংরক্ষিত কবরটি বিনামূল্যে স্থায়ী সংরক্ষণের অনুমতি প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. উক্ত কবর ২৫ বছর মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য মরহুমের পরিবারের পক্ষ থেকে জমাকৃত ১৫.০০ লক্ষ (পনের লক্ষ) টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**মুজিব বর্ষ উদযাপন**
আলোচনা	:	সভাপতি মুজিব বর্ষ পালনে ডিএনসিসি কর্তৃক আয়োজিতব্য কর্মসূচিতে সকল সম্মানিত কাউন্সিলরদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করেন। পবিত্র ঈদ উল ফিতর ২০১৯ এর পর মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে করণীয় নির্ধারণের জন্য কর্পোরেশন সভার অনুরূপ সকল সম্মানিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ সভা আয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	পবিত্র ঈদ উল ফিতর ২০১৯ এর পর মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে করণীয় নির্ধারণের জন্য কর্পোরেশন সভার অনুরূপ সকল সম্মানিত কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ সভা আয়োজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**মগবাজারস্থ আসাদুজ্জামান কমিউনিটি সেন্টার সংলগ্ন চত্বরের নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান কমপ্লেক্স নামকরণ**
আলোচনা	:	মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি এর নামে বিগত ১১/১১/২০১৮ তারিখে ৩৬ নং

		ওয়ার্ডস্থিত মধুবাগ কমিউনিটি সেন্টারটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স" নামকরণ করা হয়। সম্প্রতি ৩৬ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব তৈমুর রেজা ৩৬ নং ওয়ার্ডস্থিত নবনির্মিত মধুবাগ কমিউনিটি সেন্টারসহ সংলগ্ন খেলার মাঠ, পার্ক ও মার্কেট সংলগ্ন সমগ্র কমপ্লেক্সটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স" নামকরণের অনুরোধ করেছেন।. সভায় জানানো হয়, বর্ণিত স্থানের জমির মালিকানা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের। এ অবস্থায়, নামকরণ সংক্রান্ত আবেদনখানা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের জন্য সভায় ঐক্যমত পোষণ করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	৩৬ নং ওয়ার্ডস্থিত নবনির্মিত মধুবাগ কমিউনিটি সেন্টারসহ সংলগ্ন খেলার মাঠ, পার্ক ও মার্কেট সংলগ্ন সমগ্র কমপ্লেক্সটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খাঁন কমপ্লেক্স" এর নামে নামকরণের জন্য দাখিলকৃত আবেদনখানা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	:	**ডিএনসিসি'র বনানী মাঠটি সদ্য প্রয়াত জায়ানের নামে নামকরণ**
আলোচনা	:	শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এম.পি মহোদয়ের দৌহিত্র শিশু জায়ান চৌধুরী বিগত ১৯/০৪/২০১৯ তারিখে শ্রীলংকায় সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন। শহীদ জায়ান চৌধুরী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য এবং বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি মাঠটিতে শিশু জায়ান চৌধুরী নিয়মিত খেলাধুলা করতো। শহীদ জায়ান চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর নামানুসারে উক্ত মাঠটির নামকরণের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। ডিএনসিসি'র সড়ক/অবকাঠামো নামকরণ উপ-কমিটির ২৮/০৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় শহীদ জায়ান চৌধুরীর নামানুসারে বনানীস্থ (চেয়ারম্যান বাড়ি) খেলার মাঠটি ''শহীদ জায়ান চৌধুরী খেলার মাঠ'' নামকরণের সুপারিশসহ স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বনানীস্থ (চেয়ারম্যান বাড়ি) খেলার মাঠটি "শহীদ জায়ান চৌধুরী খেলার মাঠ" নামে নামকরণের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ১৮.৫ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯	:	**Disaster Management Action Plan এর অনুমোদন**
আলোচনা	:	Disaster Management Action Plan এর বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে।
সিদ্ধান্ত	:	বর্ণিত আলোচ্যসূচি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১০	:	**বিবিধ**	
ক্রম	**বিবিধ আলোচনা**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়ন**
১.	০৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী বলেন, ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্মনিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করার দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকের দপ্তরে মেয়র মহোদয় ও প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে যোগাযোগ করে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মর্মে বিগত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু বিষয়টি এখনো সুরাহা হয় নি। ৩২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হাবিবুর রহমান বর্ণিত সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দাবী জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাপতি জানান, জন্মনিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করার দায়িত্ব ওয়ার্ড কাউন্সিলর বরাবর হস্তান্তরের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকের দপ্তরে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন	জনসাধারণকে দ্রুততম সময়ে ও কম খরচে জন্ম-মৃত্যু সনদ ডিএনসিসি'র সকল ওয়ার্ড (৫৪ টি ওয়ার্ড) থেকে দেয়া আবশ্যক। বর্তমানে আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে যদিও এ সেবা দেয়া হচ্ছে, তবে আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী সংকটের কারণে জনসাধারণের এ সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। "রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন"- এর প্রয়োজনীয় অনুমতি ও কারিগরী সহায়তা নিয়ে ডিএনসিসি'র সকল ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ ইস্যু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি ২. সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-১১, ডিএনসিসি

	এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিএনসিসি'র সকল ওয়ার্ড থেকে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ২২ নং ওয়ার্ডর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী বলেন, ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্মনিবন্ধন সনদপত্র ইস্যু করার দায়িত্ব ডিএনসিসি'র ৫৪ টি ওয়ার্ডে একত্রে প্রদান করার আহ্বান জানান। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত পোষণ করেন।	গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি এবং জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-১১ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকের দপ্তরের সাথে যোগাযোগসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।	
২.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গঠিত স্থায়ী কমিটিসমূহের নিয়মিত সভা আহ্বান ও স্থায়ী কমিটির সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর ডাঃ জিন্নাত আলী সভায় আহ্বান জানান। ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা ও সম্মানিত কাউন্সিলরদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করলে নাগরিক সেবা প্রদান অনেকাংশে সহজতর হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মাননীয় মেয়র এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার গেইট সংলগ্ন স্থানে ফুটওভারব্রীজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এ কাজ দ্রুত সম্পাদনের তিনি আহ্বান জানান।	১. "আবরার ফুটওভার ব্রীজ" এর নির্মাণ কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। ২. উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ তদারকির জন্য নিয়মিতভাবে উন্নয়ন সভা আহ্বান করতে হবে। ৩. আন্ত:বিভাগীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে নিয়মিতভাবে মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করতে হবে। ৪. স্থায়ী কমিটির সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী, ডিএনসিসি ২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি ৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি ৪. স্ব স্ব বিভাগীয় প্রধান, ডিএনসিসি
৩.	১১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব দেওয়ান আবদুল মান্নান বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে ২টি করে ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি দেওয়া হয় নাই। তিনি ওয়ার্ড কার্যালয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মশকের ঔষধ ও দাহ্য পদার্থে অগ্নিঝুঁকি রোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে গোডাউন ভাড়া এবং এ বাবদ কাউন্সিলরদের অনুকূলে ১৫ হাজার টাকা প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, ড্রেনের ময়লা উঠিয়ে রাস্তায় রাখা হয়। সেই ময়লা বৃষ্টিতে ধুয়ে আবার ড্রেনে যায়। ড্রেন থেকে ময়লা উঠিয়ে প্রয়োজনে গাড়ির পিছনে ট্রলি লাগিয়ে ময়লা তাৎক্ষণিকভাবে ময়লা অপসারণের বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। এতে কম সংখ্যক জনবলে অধিক বর্জ্য অপসারণ করা সম্ভব মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। ০৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোবাশ্বের চৌধুরী বলেন, বর্জ্য সমস্যা ডিএনসিসি'র জন্য একটি গুরুতর সমস্যা। অফিসে বসে থেকে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। বর্জ্য সমস্যা সমাধান করতে হলে প্রতিটি STS পরিদর্শন করতে হবে এবং স্পটেই সমস্যার সমাধান দিতে হবে। তিনি সভাকে জানান, বাড়ির মালিক সমিতি ও পিসিএসপি কর্মীরা মিলে ০৭ নম্বর ওয়ার্ডকে ময়লামুক্ত রাখার প্রত্যয়ে ০১ জুন ২০১৯ তারিখ থেকে প্রতিটি রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সভাপতি ছোট গাড়ির পিছনে ট্রলি লাগিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে	১. ডিএনসিসি'র প্রতিটি ওয়ার্ডে ২টি করে ফায়ার এক্সটিংগুইশায়ার প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. ছোট গাড়ির পিছনে ট্রলি লাগিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলিত ময়লা অপসারণের বিষয়টি পরীক্ষান্তে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি/প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, ডিএনসিসি ২. প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ডিএনসিসি

	ময়লা অপসারণের বিষয়টি পরীক্ষান্তে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।		
৪.	সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র সদস্য আলেয়া সরোয়ার ডেইজী বলেন, ডিএনসিসি'র আওতাধীন গুলশান, বারিধারা, নিকেতন, উত্তরা এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে অন্যান্য এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না। তিনি ঘনবসতিপূর্ণ এ সকল এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানান। তিনি ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রে বস্তিবাসি ও তাদের সমস্যা সমাধানে কাজ চালিয়ে যেতে চান। সভাপতি ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রে বস্তিবাসি ও তাদের সমস্যা সমাধানে কাজ করার জন্য প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণের জন্য সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র সদস্য আলেয়া সরোয়ার ডেইজীকে অনুরোধ জানান।	ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রে বস্তিবাসিদের সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১২ ও প্যানেল মেয়র সদস্য এবং প্রধান সমাজকল্যান ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ডিএনসিসি সমন্বিতভাবে প্রস্তাবনা দাখিল করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১২ ও প্যানেল মেয়র সদস্য এবং ২. প্রধান সমাজকল্যান ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ডিএনসিসি
৫.	৪১ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম বলেন, ডিএনসিসি'র নতুন এলাকায় প্রত্যাশিত উন্নয়ন হচ্ছে না বিধায় এলাকায় জনগণের কাছে কাউন্সিলরদের হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর শাহনাজ পারভীন বলেন, উত্তরা আঞ্চলিক অফিসে বিদ্যুৎ এর কোন নির্বাহী প্রকৌশলী কর্মরত নেই। রাস্তার লাইট সংকটের কারণে নিকুঞ্জ এলাকায় রাস্তার লাইট সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি ডিএনসিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউনিটি সেন্টার সমূহকে আধুনিকায়ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, খিলক্ষেত এলাকার রাস্তার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু রাস্তা থেকে ইলেকট্রিক পোল এখনো সরানো হয় নাই। ২৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব ফরিদুর রহমান খান বলেন, তার ওয়ার্ডে উন্নয়ন কার্যক্রমের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে না। তিনি নগরের বিউটিফিকেশন কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়মের বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নগরের বিউটিফিকেশন কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়মের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানান। সংরক্ষিত আসন-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জাকিয়া সুলতানা তার এলাকায় জলাবদ্ধতা সমাধানের অনুরোধ জানান। ৩৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে ২/১ জন করে পরিচ্ছন্ন কর্মী ডিএনসিসি'র নতুন ওয়ার্ডসমূহে নিয়োজিত করার অনুরোধ জানান। ৫২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ শরীফুর রহমান বলেন, তার এলাকায় প্রায় ৫০টি মাটির	১. প্রতিবছর ডিএনসিসি'র প্রতিটি অঞ্চল হতে ০১ (এক) জন করে বর্ষসেরা কাউন্সিলরদেরকে 'মেয়র পদক' প্রদান করা হবে। ২. মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২০২০ সনে প্রতিটি অঞ্চল হতে ০১ (এক) জন করে বর্ষসেরা কাউন্সিলরদেরকে 'মুজিব বর্ষ পদক' প্রদান করা হবে। ৩. মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হবে। ৪. বিভিন্ন এলাকার লাইট সংকট দ্রুত নিরসন ও নির্মিত রাস্তা থেকে ইলেকট্রিক পোল সরানোর বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫. বিউটিফিকেশন কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়মের বিষয়টি যাচাই করে আগামী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে। ৬. নতুন ওয়ার্ডসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসন, সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে	সচিব, ডিএনসিসি সচিব, ডিএনসিসি প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা/প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা/মেয়রের একান্ত সচিব, ডিএনসিসি প্রধান প্রকৌশলী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা স্ব স্ব বিভাগীয় প্রধান

	রাস্তা রয়েছে। রাস্তার ড্রেনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তার ওয়ার্ডে বর্জ্য অপসারণের কোন ব্যবস্থা নাই। ৫২ নং ওয়ার্ডটি এয়ারপোর্ট এর কাছে হওয়ায় প্রতিদিন ময়লা অপসারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু জনবল ও পরিবহণ সংকটের কারণে ময়লা অপসারণ কার্যক্রম সঠিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আশানুরূপ নয়। তিনি পরিচ্ছন্ন ঢাকা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পবিত্র রমজান মাসে ডিএনসিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে মেলা করার অনুমতি প্রদানের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে এরূপ অনুমোদন না দেয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান। সভাপতি আগামী অর্থ বছরে পুরাতন ওয়ার্ডসমূহে ৩ কোটি টাকার এবং নতুন ওয়ার্ড সমূহে ২ কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, জুন ২০১৯ এর মধ্যে নতুন ওয়ার্ডসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ডে আনুমানিক ২৬ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কার্য পরিচালনা করা হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিবছর ডিএনসিসি'র প্রতিটি অঞ্চল হতে ২ জন করে বর্ষসেরা কাউন্সিলরদেরকে 'মেয়র পদক' প্রদান করা হবে। তবে মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২০২০ সনে প্রতিটি অঞ্চল হতে ২ জন করে বর্ষসেরা কাউন্সিলরদেরকে 'মুজিব বর্ষ পদক' প্রদান করা হবে। এছাড়াও মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রে ৫টি স্থানে এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হবে।	হবে। ৭. ডিএনসিসি'র অনুমোদন ব্যতিরেকে আওতাধীন কোন এলাকায় কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যেন মেলা আয়োজন করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

28/5/19.

(মো: আতিকুল ইসলাম)
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা।

নং-৪৬. ১০. ০০০০. ০০৬. ০৬. ০০৪. ১৫. ২৬০

তারিখঃ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ৩০ মে ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. ....., বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৮. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১১. অফিস কপি।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩০/০৫/১৯

(আবদুল লতিফ খান)
সচিব (অতি: দায়িত্ব)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।